যুগান্তর

তারিখ 19 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের মতবিনিময়

কওমি মাদ্রাসাগুলো জঙ্গিদের খুঁজে বের করতে সরকারকে সহযোগিতা দেবে

বাসস

কওমি মাদ্রাসাগুলো ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টিকারীদের খুঁজে বের করে আইনে সোপর্দ করতে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে। গতকাল প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন যমুনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মতবিনিময়কালে কওমি মাদ্রাসাগুলোর নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি দল এ সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা আক্তার ২০ এপ্রিল বিভিন্ন দাবিতে আহূত ঢাকার মহাসমাবেশ স্থগিত ঘোষণা করেন। কওমি মাদ্রাসার নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক মহান ইসলামের নাম ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করায় আমাদের পবিত্র ধর্মের বদনাম হচ্ছে। তিনি এ জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসীদের অনুসন্ধান এবং তাদের উৎস খুঁজে বের করতে কওমি মাদ্রাসার পরিচালক, শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি এক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা নিতে পারে, সে ব্যাপারে আলেম সমাজের পরামর্শ চান। শেখ হাসিনা বলেন, ইসলাম কখনোই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। আত্মহননের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। আত্মহত্যা করলে তার কোনদিনই বেহেশতে প্রধানমন্ত্রী : পৃ ১০ : ক ৭

প্রধানমন্ত্রী : কওমি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

স্থান হবে না। তিনি বলেন, আল্লাহ জীবন দেয়া ও নেয়ার একমাত্র মালিক। তিনি বলেন, একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে কখনোই হত্যা করতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে ইসলামের বদনাম করছে, আমরা তাদের দমন করতে পারলে সারাবিশ্বই আমাদের পথ অনুসরণ করবে। এর ফলে রক্ষা পাবে আমাদের ইসলামী উম্মাহ।

কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কওমি মাদ্রাসার সিলেবাস প্রণয়নের জন্য মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করার কথা বলেন। তিনি কমিশনে নাম দেয়ার জন্য প্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কমিশন ঠিক করে দেবে মাদ্রাসার শিক্ষার সিলেবাস কি হবে। তাদের ঠিক করে দেয়া সিলেবাস জাতীয় শিক্ষা কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের জীবন-জীবিকা অর্জনের শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা করতে চাই।

এ সময় মতবিনিময়কালে উপস্থিত কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন।

কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী থানা ও জেলা পর্যায়ের আইন-শৃংখলা কমিটিতে কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস দেন।

এ সময় কওমি মাদ্রাসার পক্ষ থেকে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুফতি মিজানুর রহমান। লিখিত বক্তব্যে কওমি মাদ্রাসার বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয়। দেশের প্রায় ৫০-এর অধিক নেতৃস্থানীয় আলেম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন।

তাদের মধ্যে ছিলেন— মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা নূর হোসেন হাশেমী, মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, মাওলানা আহমেদ শফি, মাওলানা আবদুল জব্বার প্রমুখ। শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল ইসলামের পক্ষে সভায় একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়।

অধিকাংশ বক্তা সরকারি মাদ্রাসাগুলোতে জামায়াত-শিবিরের কর্মী তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। তারা বলেন, জামায়াতে ইসলামী রাবেতা আল আলম ইসলামের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে ৮ পৃষ্ঠার একটি প্রচারপত্র প্রচার করছে।

কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের মধ্যে কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি হযরত মাওলানা আল্লামা আহমেদ শফি, শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল ইসলাম, হযরত মাওলানা আল্লামা শাহ সুফী জমির উদ্দিন নানুপুরী (রহ.), হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় আলেম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।